Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 381 - 387
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আঞ্চলিক ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চায় কোচবিহার সাহিত্য সভা

রিজু আহমেদ
এম. ফিল, ইতিহাস বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rijuahamed123@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Literature, Culture, Grammar, Puthis, Regional, Ramayana, Mahabhart.

Abstract

The History of literature in Cooch Behar district is much earlier. No such type of glorious history can be noticed before any other native state of the Country. Sometimes kings are leading from the front. They always encourage the people of Cooch Behar to read, write and preserve their own literature, Culture and History. Also in Cooch Behar District all types of Book, literature, grammar, puthis, Scripture are available. To preserve and highlight the regional History and Culture the journey of Cooch Behar Sahitya Sabha was started in the second half of the 20th century. About the progress and position of the literature of the Cooch Behar state Historian Jadunath Sarkar's comment is very significant. He said, "The translation of scriptures is very much available in this literature, there is no translation of Mahabharata, Ramayana in Tripura. Cooch Behar has it, Cooch Behar is more prominent in terms of old translations and numbers". So In my article I have tried to highlight the Background of the Cooch Behar Sahitya Sabha and point out its role in the practice and preservation of regional history.

Discussion

প্রান্তিক বা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা বর্তমান সময়ের একটি অন্যতম জনপ্রিয় গবেষণার ক্ষেত্র। যেখানে ইতিহাসের অতিক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র এবং গভীর থেকে গভীরতর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এই স্থানীয় বা প্রান্তিক ইতিহাস চর্চা। যার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চল কে কেন্দ্র করে তার যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে তুলে ধরা এবং জাতীয় স্তরের ইতিহাসের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন। উপনিবেশিক ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি আঞ্চলিক বা দেশীয় রাজ্য হল কোচবিহার জেলা এবং সেখানকার ইতিহাসের সংরক্ষণের প্রথম প্রয়াস হিসেবে কোচবিহার সাহিত্য সভার যাত্রা শুরু হয়। কারণ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইতিমধ্যে আঞ্চলিক স্তরে ইতিহাস ও সাহিত্য সংরক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি বা রংপুর সাহিত্য সভার মতো একের পর এক সাহিত্য পরিষদ গঠন হতে শুরু করে। ঠিক তখনই কুচবিহার মহারাজারা কোচবিহারের অতীত ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির অনুকরণে পৃথক একটি সমিতি গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদিও এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল কিছুটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। যেহেতু আদিকাল থেকে কোচবিহার জেলা একটি স্বাধীন স্বশাসিত রাজ্য ছিল, ফলে শতাব্দী প্রাচীন এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল তার সুমহান প্রাচীনত্ব ও ইতিহাস। সময়ের প্রয়োজনে যা সংরক্ষণ জরুরি হয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে কোচবিহার রাজ দরবার ও তার সাহিত্যচর্চা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এ বিষয়ে ভিক্টর নিতেন্দ্র নারায়ন তার প্রথম ভাষণে বলেন-

> "... এখন এখানে বহু পুরাতন পুথি, প্রাচীন মন্দির, দুর্গা মন্দির, নিদর্শন, মুদ্রা ইত্যাদি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত ৫০ বছরে অনেক পুথি, মুদ্রা এ রাজ্য হতে অপসৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে রাজ্যস্থ ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি কিছুতেই অপসারিত হইতে দেওয়া হইবে না। এই উদ্দেশ্যে ওই সকল দ্রব্যাদি যত্ন সহকারে সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইবে। ভদ্র মহোদয় গণের প্রদত্ত দ্রব্যাদি ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে।"[১]

অর্থাৎ কোচবিহারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করার কথা যেমনি বলা হয় তেমনি সাধারণ মানুষকেও সংরক্ষণে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করা হয়।

কোচবিহার সাহিত্য সভার উথ্যানের কারণ হিসেবে উনবিংশ শতকের বাংলায় তথাকথিত নবজাগরণের কথা বলা যায়। যে ঢেউ বাংলা হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছিল দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে। যার প্রভাব মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারানী সুনীতি দেবীর সময়ে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা হয়ছিল। আধুনিক শিক্ষা ও সাহিত্যের বিস্তারে উপরিক্ত দুজনের অবদান চিরস্মরণীয়। যা পরবর্তীকালে রাজা-মহারাজাদের সম্মিলিত পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহারের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি বেশ কিছু প্রগতিশীল ব্রিটিশ কমিশনার যেমন উদাহরণ হিসাবে জেনকিংস এবং কর্নেল হটন সাহেবের ভূমিকা কে অস্বীকার করা যায় না। কোচবিহারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তাদের উপস্থিতি শাসন ব্যবস্থায় প্রগতিশীল পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছিল।[২] যদিও এর প্রথম সূত্রপাত ঘটে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের হাত ধরে। তিনি প্রথম কোচবিহার মহারাজা যিনি দেশীয় রাজ্য কুচবিহারে প্রথম সরকারি অর্থে রাজকীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করেন ১৯৭০ সালে।[৩] প্রথমদিকে মূলত রাজকীয় কর্মচারী ও রাজ পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনে তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। পরবর্তীকালে যা সাধারণ মানুসের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বর্তমানে যা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার বা কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার নামে অধিক পরিচিত। প্রথমদিকে গ্রন্থাগারটি নীলকুঠিতে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে তা টাউনহলে স্থানান্তরিত করা হয়। শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রগতিতে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের প্রয়াস যে শুধুমাত্র পরবর্তী মহারাজাদের উৎসাহিত করেছিল তা নয়, এর পাশাপাশি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরগত পন্ডিত, অধ্যাপক, শিক্ষক এবং অন্যান্য জ্ঞানী গুণীজনকে প্রভাবিত করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে অনুভূত হয়েছিল একটি সাহিত্য গবেষণামূলক আলোচনা মঞ্চের। যার ফলে ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের সভাপতিত্বে ১৯১৫ সালে কোচবিহার সাহিত্য সভা নিজ যাত্রা শুরু করে। যেখানে ৬০ জন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির উপস্থিতিতে ভিক্টর নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ এর নাম প্রস্তাব করেন 'কুচবিহার সাহিত্য সভা'।[৪] যেখানে ঐতিহাসিক দলিল পত্র, প্রাচীন মূর্তি, মুদ্রা, পান্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির সংরক্ষণ এবং ইতিহাস, দর্শন, কাব্য ,সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভুতি বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ ক্রয় করে তা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি কর্নেল হটন সাহেব ইংল্যান্ড থেকে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে এনেছিলেন।[৫] সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন ভিক্টর নিতেন্দ্র নারায়ণ এবং সম্পাদক শৈলেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। যদিও শৈলেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ খুব অল্প সময় সম্পাদক পদে ছিলেন। অন্যদিকে খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমেদ সাহিত্য সভার কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর (১৯২৫-৪০) ধরে তিনি কোচবিহার সাহিত্য সভার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠা লগ্নের প্রথম দিন থেকে কুচবিহার সাহিত্য সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল – 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি সাধন, এই সভার সাধারণ উদ্দেশ্য এবং কোচবিহারের ভাষা সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের অনুশীলন ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য'। সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে বলা হয়েছে বিভিন্ন ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ এবং বিশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ। শুধু তাই নয় অন্যান্য নিয়মাবলির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যে বলা হয়েছে যে সাহিত্য সভায় বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন প্রবন্ধ পাঠ ও প্রকাশিত হবে না। এমনকি পাঠাগারে কোন বিশেষ ধর্মের প্রচার প্রসারন ও ধর্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক মতের সমালোচনা করা যাবে না।[৬] উক্ত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বোঝা যায় যে কুচবিহারী রাজা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী কতটা সাহিত্য প্রেমী ও সর্বধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। তাদের এই বৌদ্ধিক চেতনা কোচবিহার সাহিত্য সভার শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল।

নিম্নে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সভার সভাপতি, সম্পাদক ও পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একটা সারণি দেওয়া হল –

সভাপতি	**সম্পাদক**	**পত্রিকা সম্পাদক**
ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ ১৯১৫-১৯৩৭	শৈলেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ১৬ই মার্চ, ১৩২২ - ২৭ শে চৈত্র, ১৩২২	পন্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী ১৯১৫
মহারাজ কুমার ইন্দ্র জিতেন্দ্র নারায়ণ ১৯৩৯-১৯৫০	খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমেদ ১৯১৫-১৯৪০	শরৎচন্দ্র ঘোষাল ১৯২২
মহারাজ কুমার গৌতম নারায়ণ ১৯৫০-১৯৭০	তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ১৯৪০-১৯৪৪	অখিল চন্দ্র পালিত ১৯৩০
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ১৯৭০-১৯৭১	প্রফুল্ল চন্দ্র মুস্তাফি ১৯৪৪-১৯৪৫	ভারতী ভূষণ ১৯৪৫-৫০
অশ্রুমান দাশগুপ্ত ১৯৭২	দেবী প্রসাদ সেন ১৯৪৫-৫২	সরোজ কুমার বিশ্বাস ১৯৪৩
চারুচন্দ্র রায় ১৯৭৫-১৯৮৮	বীরেন্দ্র লাল সরকার ১৯৫২-১৯৫৪	যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী ১৯৫৯-১৯৭২
সৌমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ১৯৮৯	শুকদেব সেনগুপ্ত ১৯৫৪-৫৫	পরেশ চন্দ্র সোম ১৯৭৩
	হেমন্ত কুমার চক্রবর্তী ১৯৫৫-১৯৫৮	গোপেশ চন্দ্র দত্ত ১৯৭৪-১৯৭৫
	হেমন্ত কুমার চক্রবর্তী ১৯৫৫-১৯৫৮	দিগ্বিজয় দে সরকার ১৯৭৬-১৯৮৮
	হেমন্ত কুমার চক্রবর্তী ১৯৫৫-১৯৫৮	মনিকা রায় চৌধুরী ১৯৮৮-১৯৯০
	পবিত্র কুমার ভট্টাচার্য ১৯৬৬-১৯৭০	সুবোধ সেন ১৯৯১
	শিব শংকর মুখোপাধ্যায় ১৯৭১-১৯৭৫	
	বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ১৯৭৫-৮৮	
	তুষার কান্তি রায় ১৯৮৮	

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখানে ১৯১৫ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণ কোচবিহার সাহিত্য সভার সম্পাদক, সভাপতি, হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে মহারাজ কুমার ভিক্টর নীতেন্দ্র নারায়ণ এবং কুমার ইন্দ্র জিতেন্দ্র নারায়ণ যেমন ছিলেন তেমনি চারুচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র মুস্তাফি, তিন কড়ি মুখোপাধ্যায় এর মত গুণী ব্যক্তিত্বরাও ছিলেন। তবে কুচবিহার সাহিত্য সভার সভাপতি রূপে সবচেয়ে বেশি সময় কার্যরত (১৯২৫-৪০) ছিলেন খান চৌধুরী আমানতউল্লাহ আহাম্মেদ। যার ফলে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, মূর্তি, মুদ্রা প্রভৃতি সংরক্ষণের যে ইচ্ছা কুচবিহার মহারাজাদের প্রথম থেকেই ছিল তাকে পূর্ণরূপ দেন খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ। এক্ষেত্রে মহারানী ইন্দিরা দেবী এবং রাজকুমার ভিক্টর জিতেন্দ্র নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকুমার নিতেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহার সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। কোচবিহার সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য কুচবিহার ল্যান্ডস হলে ভিক্টর নৃতেন্দ্র নারায়ণ একটি সভার আয়োজন করেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন যে,

> "কুচবিহারের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য যে কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কুচবিহারের রচনা অতীত ইতিহাস রচনা ও প্রত্নতন্ত্র সংগ্রহ, ভাষা ও সাহিত্য পুরাতত্ত্বের অনুশীলন, প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশ। এছাড়া কোচবিহার সাহিত্য পত্রিকা নামে একটি পত্রিকা গঠনের কথা বলেন।"[৭]

কুচবিহার সাহিত্য সভা গঠনে রাজপরিবারের মুখ্য ভূমিকা থাকলেও তাকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমেদে ও প্রফুল্ল চন্দ্র মুস্তাফির ভূমিকা অবিস্মরণীয়। যুবরাজ ভিক্টর নিতেন্দ্র নারায়ণ তার ধন্যবাদ ভাষণে বলেন যে,

> "খান চৌধুরী আমানতুল্লাহ আহমেদ ও প্রফুল্ল চন্দ্র মুস্তাফির সাহায্য ছাড়া আমি এই কার্যে অগ্রসর হতে পারতাম না।"[৮]

তার তত্ত্বাবধানে কুচবিহারের রাজকোষে সংরক্ষিত পুরাতন পুরা-কীর্তি ছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি ও পুথি সংগ্রহ করা হয়। এই সভার হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, হরিনাথ বসু, মনীন্দ্র নাথ রায়, গঙ্গাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, সুদিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পদ্মনাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি আর্কিওলজিস্ট হিসেবে পেয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্পকলা বিজ্ঞানের অধ্যাপক অরুন সেনকে(Bar et law)। এমনকি মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ রাজ দরবারের বহু মূল্যবান সংরক্ষিত বিভিন্ন পুঁথি দিয়ে তাকে সাহায্য করেন। কুচবিহার সাহিত্য সভার প্রথম অধিবেশনে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মূলত তিনটি। প্রথমত - শরৎচন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী। দ্বিতীয়ত - নগেন্দ্রনাথ বসুর প্রাচ্যবিদ্যা মহানব কর্তৃক, কামরূপের পুরাতত্ত্ব বিদ্যা উদ্ধারের উপকরণ। তৃতীয়ত- খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমেদ কর্তৃক, কুচবিহারের বিদুষী মহারানী ভানুমতী।[৯] এছাড়াও কুচবিহার রাজবংশের পূর্বপুরুষ, কুচবিহার ইতিহাসের একটি অধ্যায় এবং হরিদাস মন্ডল ও পত্নী হীরা দেবী প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। ১৯১৫ সালে অনুষ্ঠিত কার্যনির্ভর কমিটির প্রথম অধিবেশনে স্থির হয়ে যায় যে কুচবিহার সাহিত্য সভা একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করবে। কিন্তু কোন কারনে তা প্রকাশিত হয়নি।

পরবর্তীকালে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু ঘটলে সাহিত্য সভা তার গতি কিছুটা স্থিমিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মহারাজা ভিক্টর নিতেন্দ্র নারায়ণের সুযোগ্য স্ত্রী নিরুপমা দেবীর প্রচেষ্টায় কোচবিহার সাহিত্য সভা তার হৃত গৌরব ফিরে পায়। তাঁর সম্পাদনায় 'পরিচারিকা' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি খান চৌধুরী আমানতুল্লাহ আহমেদের তত্ত্বাবধনে সাহিত্য সভায় তা সংরক্ষণ করা হয়। এদিকে একটা বিষয় লক্ষ্য নিয় যে কুচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ নিজে বাংলা জানতেন না। তিনি তার ভাষণে বলেছেন –

> "... It gives me unique pleasure to be present on such occasion. The only thing I regret. I can't speak in my Mother tongue. But I can assure you when my son comes to rule he speak and address you in Bengali."[১০]

পরবর্তীকালে মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন সঠিক ভাবেই। তার পুত্র জগদীপেন্দ্র নারায়ণ পরবর্তীকালে কুচবিহার সাহিত্য সভার মানপত্রের উত্তরে বাংলায় বক্তব্য দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আমরা যদি কুচবিহার সাহিত্য সভার কার্যাবলী পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে, প্রথমদিকে লাঞ্চডাউন হলে এবং পরবর্তীকালে সাহিত্য সভা কার্যালয়ে বছরে কমপক্ষে ৫-৬ টি করে সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। এছাড়াও কার্যনির্বাহী সমিতির সভা হত। যেখানে কুচবিহারের তথা উত্তরবঙ্গের অতীত প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রা, মূর্তি, প্রাচীন পুঁথি, সাহিত্য ও ইতিহাস সংরক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হত। শুধু তাই নয় বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, দার্শনিক প্রভুতি মনীষীদের জন্ম-জয়ন্তী ও মৃত্যুবার্ষিকী সাহিত্য সভার কক্ষে পালিত হত। সেখানে তাদের জীবনী ও ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্য সভার তিন দশকের মধ্যে বড় কোন সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি।

যদিও কুচবিহার সাহিত্য সভার অমূল্য সংগ্রহ হল বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি। অধ্যাপক ডক্টর সুবোধ রঞ্জন রায় তিনি প্রথম ১৯৭৩ সালে (১৩৮০ বঙ্গাব্দ) বাংলা পুথির পরিচয় নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক দীপক কুমার কাঞ্জিলাল তার ‘A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts’ প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি এই কোচবিহার সাহিত্য সভায় সংরক্ষিত প্রায় দুই শতাধিক বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তবে সেটিও পূর্ণাঙ্গ ছিল না। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ রত্না বসু ‘National Manuscript Mission’ এর অধীনে কোচবিহার সাহিত্য সভা সহ সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা পুথীর যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে সেই অনুযায়ী কোচবিহার সাহিত্য সভার সংগ্রহে মোট ৪৭৩টি শাস্ত্রীয় পুথি আছে।[১১] আমাদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উত্থান পতনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই শাস্ত্রীয় পুথিগুলো রচিত হয়েছে। এদের বিষয়বস্তু ও বিচিত্র, বেদ ,ব্যাকরণ, পুরান, কাব্য, সাহিত্য, জ্যোতিষতত্ত্ব, দর্শন, স্মৃতি মীমাংসা, কোষ, অলংকার প্রমুখ বিভিন্ন দিকের পরিচয় বিচার করলে দেখা যায় যে এই সংগ্রহে ব্যাকরণ ও স্মৃতির পুতির সংখ্যা বেশি। ভাষাগতভাবে মূলত বাংলা, সংস্কৃত এবং অসমীয়া ভাষায় পুঁথির সংখ্যা বেশি। এছাড়া ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ লক্ষ্য করা যায়। গুণগত মূল্যায়নে কুচবিহার সাহিত্য সভার সংরক্ষিত ব্যাকরণের পুথিসংগ্রহ সমস্ত ভারত বর্ষের গৌরবের বস্তু। যার ফলে কুচবিহার সাহিত্য সভার প্রভাব জেলা থেকে জাতীয় স্তরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তির কুচবিহার সাহিত্য সভার সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে। ১৯১৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি স্যার আশুতোষ মুখার্জি কলকাতা কমিশনের সদস্য হিসেবে কোচবিহারে আসলে সাহিত্য সভায় ভূমিকা ও কর্ম প্রণালী সম্পর্কে তিনি বলেন-

> “I was deeply gratified to make the acquaintance of members of the Coochehar Sahitya Sabha on the Occasion of my visit to that historic city as a member of University Commission. The work already accomplished by the sabha is of striking merit and significance for we find preserved in Cooch Behar valuable relics of our ancient civilizations, its History and its culture.”[১২]

এছাড়াও ‘দা কোচ কিং অফ কামরূপা’ - গ্রন্থের লেখক এ গেইট, দেবী প্রসাদ সর্বাধিকারী ও প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিদ হেমচন্দ্র গোস্বামী কুচবিহার সাহিত্য সভার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। E.A Gait রচিত গ্রন্থে কোচবিহার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও খান চৌধুরী আমানতুল্লাহ আহমেদ বহু মূল্যবান তথ্য, পুথি এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ের জ্ঞানী মানুষের সুপরামর্শ পেয়েছেন। মহারানী সুনীতি দেবী বাংলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কোচবিহার সাহিত্য সভার এনে সমোপযোগী আলোচনার প্রবর্তন করার নির্দেশ দেন এবং নিজে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার কর্তৃক ‘ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের উপকরণ’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের অধ্যাপক মোঃ শহিদুল্লাহ ‘বঙ্গ ভাষার’ ইতিহাস বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এছাড়া তৎকালীন সময়ে কুচবিহার সাহিত্য সভা বেশ কিছু গ্রন্থ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ করেছিল। যেমন- মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ রচিত গীতাবলি, ক্রিয়াযোগসার, উপকথা (দুই খন্ড), রামায়ণ-সুন্দরকান্ড। এছাড়া মহারাজা শিবেন্দ নারায়ণের ‘সংগীত সংগ্রহ’, রানী নিরূপমা দেবী লিখিত ‘ভূমিকা’ ও তার সম্পাদনায় মহারানী বিন্দেশ্বরী দেবীর 'বেহারেদন্ত' উল্লেখযোগ্য।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কুচবিহারের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ করার জন্য খান চৌধুরী আমানাতুল্লাহ আহমেদ একের পর এক এলাকা ভ্রমণ করেন। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় তাকে কি পরিমান পরিশ্রম করতে হয়েছে তার সহজে অনুমান করা যায়। কুচবিহার সাহিত্য সভায় খান চৌধুরী আহাম্মেদের সময় কি পরিমান কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে লেখক আঞ্জুমান দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্রিক গবেষক প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রকাশ প্রথম কুড়ি বছরের যা হয়েছে পরবর্তীকালে আর কিছুই হয়নি।' সাহিত্য সভার কুড়ি বছরে বাংলা ও সংস্কৃত মিলিয়ে দুই শতাধিক প্রাচীন হস্তে লিখিত পুথি, ৬৪টি প্রাচীন মুদ্রা, ২১টি প্রাচীন মূর্তি, একটি ক্ষুদ্রাকার পিতলের কামান, জরির কাজ করা দুই প্রস্থ পোশাক, মাথায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ৭টি টুপি প্রভৃতি। তবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, ১৯৮১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাতে এক দুঃসাহসিক চুরিতে সমস্ত মুদ্রা এবং ৮ টি মূর্তি অপসারিত হয়েছে। পরবর্তীকালে যা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তথাপিও শুধুমাত্র ৬৯ টি বই নিয়ে সাহিত্য সভার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল বর্তমানে তা বই সংখ্যা ১৫ থেকে ১৭ হাজারের মত।[১২] যদি এই সব গ্রন্থের অধিকাংশই আজ জরা জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য। এছাড়াও ইতিমধ্যে বহু গ্রন্থ পরিচর্যার অভাবে পাঠের অযোগ্য বা নষ্ট হয়ে গেছে। তবে যেটুকু আছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। সমকালীন ভারতবর্ষে এক দেশীয় রাজ্যে এই ধরনের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। যা একদিকে যেমন কোচবিহার মহারাজাদের সাহিত্য ও ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। অন্যদিকে তা আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চাকে সমৃদ্ধ করে ছিল তা বলাই যায়।

এত কিছুর পরেও কোচবিহার সাহিত্য সভা নিজ উদ্দেশ্য নিয়ে লক্ষ্যপূরণের দিকে এগিয়ে চলছে। সরকারি উদাসীনতা ও পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও কুচবিহার সাহিত্যসভা তার অতীত গৌরব রক্ষার জন্য সদাতৎপর। এমনকি দেশভাগ পরবর্তী সময়ে সাহিত্য সভা কিছুটা জৌলুসতা হারালেও বর্তমান সময়ে তা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তথাপিও রাজমহলের ইতিহাস ও প্রত্নবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের ও নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা ও পুলিশ কর্মী নিয়োগ, রাজমহলের অধিকাংশ পুঁথি ও অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ যা অধিকাংশই আজ ভঙ্গুর অবস্থায় তা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য যেমন সরকারি সহায়তা প্রয়োজন তেমনি তা রক্ষা করার জন্য গবেষক, ইতিহাসবিদ, কুচবিহারের সচেতন নাগরিকবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে কোচবিহারের ইতিহাস চর্চা যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি দেশ তথা বিশ্বের ইতিহাসে কোচবিহারের ইতিহাস তার যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। আর এর মাধ্যমে কোচবিহার সাহিত্য সভা গঠনের যে সার্থকতা তা পূর্ণতা পাবে।

Reference:

১. কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা (১৩২২-১৪২১), সাহিত্য সভার শতবর্ষ উদযাপন কমিটি, কোচবিহার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. কোচবিহার সাহিত্য পত্রিকা, ৭৫তম স্মারক সংখ্যা, কোচবিহার, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, (পৃষ্ঠার উল্লেখ নেই)
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৫. কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা (১৩২২-১৪২১), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৬. বর্মন, ললিত চন্দ্র, কোচবিহারের স্মরনীয় ব্যক্তি খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমেদ, উপজন ভূই প্রকাশনী, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৭, পৃ. ৩৩
৭. কোচবিহার সাহিত্য পত্রিকা, ৭৫তম স্মারক সংখ্যা, কোচবিহার, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, (পৃষ্ঠার উল্লেখ নেই)
৮. বর্মন, ললিত চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৯. তদেব, পৃ. ৩৫
১০. কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা (১৩২২-১৪২১), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১১. রায়, সুবোধ রঞ্জন, কোচবিহার সাহিত্য সভার বাংলা পুথি পরিচয়, রনজিৎ দেব, (সম্পাদিত) কোচ কামতার প্রাচীন ইতিহাস, এস এস প্রকাশনী, কলকাতা ২০১৬, পৃ. ২০০

১২. কোচবিহার গ্রন্থ প্রকাশনা প্রস্তুতি সমিতি, কোচবিহার পরিক্রমা, (প্রথম অধ্যায়), পৃ. ৪৭-৪৮
১৩. কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা (১৩২২-১৪২১), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২